যঈফ ও জাল হাদিস

হাদিস নাম্বারঃ ৪৫২

১/ বিবিধ

আরবী

من بلغه عن الله فضل فأخذ بذلك الفضل الذي بلغه، أعطاه الله ما بلغه وإن كان الذي حدثه كاذبا

موضوع

أخرجه البغوي في " حديث كامل بن طلحة " (4 / 1) ، وابن عبد البر في " جامع بيان العلم " (1 / 22) ، وأبو إسماعيل السمرقندي في " ما قرب سنده " (2 / 1) ، وابن عساكر في " التجريد " (4 / 2 / 1) من مخطوطة الظاهرية مجموع (10 / 12) من طريق عباد بن عبد الصمد عن أنس مرفوعا

قلت: وعباد متهم، قال الذهبي

وهاه ابن حبان وقال: حدث عن أنس بنسخة كلها موضوعة

ثم ذكر له الذهبي طرفا من حديث ثم قال: فذكر حديثا طويلا يشبه وضع القصاص،

ثم ذكر له آخر ثم قال: فهذا إفك بين

قلت: ومع أن ابن عبد البر قد ذكر الحديث بإسناده وذلك يبرئ عهدته منه، فقد اعتذر عن ذكره بقوله

أهل العلم بجماعتهم يتساهلون في الفضائل فيروونها عن كل، وإنما يتشددون في أحاديث الأحكام، وقد تعقبه المحقق الشوكاني فأجاد، فقال في " الفوائد المجموعة " (ص 100)

وأقول: إن الأحكام الشرعية متساوية الأقدام لا فرق بينها، فلا يحل إذاعة الأصل:

إضاعة شيء منها إلا بما يقوم به الحجة، وإلا كان من التقول على الله بما لم يقل، وفيه من العقوبة ما هو معروف، والقلب يشهد بوضع ما ورد في هذا المعنى وبطلانه، وقد روي الحديث بلفظ آخر، وهو (الأتي)

বাংলা

৪৫২। যার কাছে আল্লাহর নিকট হতে ফীলতের কোন কিছু পৌঁছল। অতঃপর যে ফযীলত তার নিকট পৌঁছেছে সে তা গ্রহণ করল, আল্লাহ তাকে তাই দান করবেন যা তার নিকট পৌঁছেছে, যদিও সে হাদীস বর্ণনাকারী মিথ্যুক হয়।

হাদীসটি জাল।

এটি বাগাবী “হাদীসু কামিল ইবনু তালহা” গ্রন্থে (৪/১), ইবনু আব্দিল বার “জামেউ বায়ানিল ইলম” গ্রন্থে (১/২২), আবু ইসমাঈল সামরিকান্দী "মা কারুবা সানাদুহু" গ্রন্থে (২/১) এবং ইবনু আসাকির “আত-তাজরীদ” গ্রন্থে (৪/২/১) আব্বাদ ইবনু আবদিস সামাদ সূত্রে আনাস (রাঃ) হতে মারফু হিসাবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছিঃ আব্বাদ মিথ্যার দোষে দোষী। যাহাবী বলেনঃ ইবনু হিব্বান তাকে দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন। তিনি আরো বলেছেনঃ তিনি আনাস (রাঃ) হতে একটি বানোয়াট কপি বর্ণনা করেছেন। যাহাবী তার হাদীসের অংশ বিশেষ উল্লেখ করে বলেছেনঃ তিনি লম্বা হাদীস উল্লেখ করেছেন যা গল্পবাজদের জাল ঘটনার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। অতঃপর আরেকটি হাদীস উল্লেখ করে বলেছেনঃ এটি সুস্পষ্ট মিথ্যারোপ।

ইবনু আব্দিল বার বলেছেনঃ বিদ্বানগণের এক জামা’আত ফাযায়েলের ক্ষেত্রে শিথিলতা প্রদর্শন করেছেন এবং তারা আহকামের হাদীসের ক্ষেত্রে কঠোরতা প্রদর্শন করেছেন। এ কথার সমালোচনা করে শাওকানী “আল-ফাওয়ায়েদুল মাজমূ’আহ” গ্রন্থে (পৃ. ১০০) বলেছেনঃ শারীয়াতের আহকামগুলো সবই সমান। সেগুলোর মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। যা দলীল দ্বারা প্রমাণিত হয়নি তা প্রচার করা কারো জন্য হালাল নয়। তা করলে আল্লাহ যা বলেননি তা বলার অন্তর্ভুক্ত হবে। আর তাতে রয়েছে তার জন্য শাস্তি ...। (সূরা আল-হাক্কার ৪৩ ও ৪৭ নাম্বার আয়াত দ্রষ্টব্য)।

হাদিসের মান: জাল (Fake) পুনঃনিরীক্ষিত

পাবলিশারঃ তাওহীদ পাবলিকেশন

Link — https://www.hadithbd.com/hadith/link/?id=68037

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন